ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমানের ৪৯ তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের এই দিনে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলাই সীমান্তে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন তিনি। দিবসটি উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালী, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ সংস্থা জেলা শাখার সভাপতি ওয়ারেন্ট অফিসার শাহীনুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক সার্জেন্ট রফিকুল ইসলামসহ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বক্তারা, শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমানের নামে নাম করণের দাবি জানান।

এদিকে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের স্বজনরা জানান, ২৮ অক্টোবর তদের পারিবারিক ভাবে ৪ টি মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সকালে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ডিগ্রী কলেজের পক্ষ থেকে মিলাদ ও দোয়ার অয়োজন করা হয়।

যৌতুকের টাকা না পাওয়ায় স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও শ্যালকের নামে চুরির মামলা

দেশে নারী নির্যাতন চলছে, নির্যাতনের অনেক ধরণও পালটিয়েছে। বিশেষ

করে করোনা দুর্যোগে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকাংশে।

জানাগেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের কাউসার আলীর ছেলে সুমন রেজা, যার নেশায় হলো বিয়ে করে স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক আদায় করা। না দিলে তালাক দেওয়া, সুমন বছর পাঁচেক আগে পিরোজপুর গ্রামের ফজলু রহমানের মেয়ে মিলার সাথে বিয়ে করে। তাদের ১টি পুত্র সন্তান আছে, স্ত্রী পক্ষ থেকে যৌতুক না দেওয়ায় মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়, এবং একপর্যায়ে তাকে তালাক দেয়।

পুনরায় বছর দেড়েক আগে আবার সে মুজিবনগরের এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর সাথে পূর্বের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী সন্তানের কথা গোপন রাখে এবং কৃষি ব্যাংকের ফিল্ড অফিসার পরিচয় দিয়ে ২য় বিয়ে করে। বিয়ের বয়স ৬ মাস পার না হতে যৌতুকের দাবীতে স্বামী সুমন ও শাশুড়ি সোনাভানু স্ত্রী শিরিনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

কোন মতে জমি জায়গা বিক্রি করে গরীব বাবা মেয়ের সুখের জন্য দুই বারে দেড় লাখ টাকা সহ মেয়েকে স্বামীর বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিন সংসার চলার পর ৬ মাস হতে না হতে আবারো মারধোর, নির্যাতন চলে গৃহবধূ উপর। তাকে বিভিন্ন সমিতি থেকে টাকা তুলে দিতে চাপ সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে অত্যাচারে সে স্বামীর বাড়ীতে থেকে মাস দেড়েক আগে বাবার বাড়ী চলে যায়।

স্ত্রী শিরিনাকে স্বামী সুমন রেজা নানাভাবে হুমকি দেয় এবং বলে “তুই যদি টাকা না আনিস তাহলে চুরির মামলা দিয়ে টাকা আদায় করবো”। এতে শিরিনা রাজি না হওয়ায় সুমন রেজা স্ত্রী শিরিনা আক্তার, শ্বশুর মুনছুর আলী, শাশুড়ী রশিদা খাতুন ও শ্যালক আশিক আলি এই ৪ জনের নামে নগদ অর্থ ও গয়নাগাটি চুরির অভিযোগ এনে গত ২১/০৯/২০২০ইং তারিখ মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। মামলা নং-সিআর ২৯২/২০।

এদিকে গৃহবধূ শিরিনাকে বিভিন্নভাবে অপহরণ ও হত্যার হুমকিসহ অফিসে যাওয়ার পথে তাকে প্রায় নাজেহাল ও হয়রানি করার অভিযোগে এর প্রতিকার চেয়ে গৃহবধূ শিরিনা ২৭/১০/২০২০ইং তারিখে মেহেরপুর সদর থানার ইনচার্জ বরাবর স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন গুলোর কাছে গৃহবধূর পরিবারের

পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন ও আইনগত সহয়তা চাওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) -এর লিগাল এইড এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা জানান, আমরা উক্ত গৃহবধূর কাছ থেকে স্বামী কর্তৃক নির্যাতন সহ বিভিন্ন হয়রানির লিখিত অভিযোগ পেয়েছি।

এই বিষয়ে অভিযুক্ত সুমনের গ্রামে অধিকতর তদন্ত করি এবং সুমনের সাথে কথা বলি, তাতে তথ্যানুসন্ধান টিমের কাছে অভিযোগকারীর ঘটনার সত্যতার প্রমাণ মিলেছে, ফলে বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও আইনগত সহায়তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

কালীগঞ্জে অগ্রণী ব্যাংকে মৃত ব্যক্তির নামে ঋণ, টাকা আত্মসাৎ’র অভিযোগ

বেশ আগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে অগ্রণী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। সেই টাকা এখনো শোধ করতে পারেননি। এরই মাঝে ব্যাংক থেকে ফোন করে জানানো হয়েছে নতুন ৫৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। অথচ তিনি নতুন কোন ঋণ নেননি। আগের ঋণের কাগজপত্র দেখিয়ে এই ৫৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছে আজির আলী নামে ব্যাংকের এক কর্মচারী। কথাগুলো বলছিলেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার আড়পাড়া এলাকার কনিকা অধিকারী।

এভাবে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাহকের কাগজপত্র তৈরি করে ও মৃত ব্যক্তিদের নামে ঋণ নবায়ন করে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ৩ সদস্যের একটি অডিট টিম ঋণের অনিয়ম খুঁজতে কাজ করছে।

বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভুয়া ঋণের প্রায় ১০ জন গ্রাহকের সাথে কথা হয়। তারা সবাই নতুন কোন ঋণ নেননি বলে জানান। হঠাৎ তারা ব্যাংক থেকে নতুন ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে ফোন পেয়ে ব্যাংকে যোগাযোগ করেন।

অগ্রণী ব্যাংক কালীগঞ্জ শাখার বর্তমান ম্যানেজার নাজমুস সাদাত

বলেন, তিনি এ শাখায় যোগদান করার পর কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যাপারে অসঙ্গতি খুঁজে পান। মৃত ব্যক্তিদের নামে ঋণ নবায়ন করা হয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন ভুয়া গ্রাহক ও টাকার সংখ্যা বাড়ছে। ঠিক এই মুহুর্তে কতজন গ্রাহক ও টাকার পরিমাণ কত হতে পারে এমন কিছু বলা ঠিক হবে না। বিষয়টি তদন্তনাধীন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কতজন গ্রাহক ও টাকার পরিমাণ বলা যাচ্ছে না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১৭ সাল থেকে গ্রাহকদের কাগজপত্র জাল করে ৪% সুদে কৃষিঋণের টাকা নিজেরা আত্মসাৎ করে। গ্রাহকেরা নিজেরাই জানেন না তাদের নামে এসব ঋণ দেওয়া হয়েছে। এর সাথে জড়িত অগ্রণী ব্যাংকের কালীগঞ্জ শাখার তৎকালীন মাঠ সহকারী আজির আলী, ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালাম। এরা দু’জন স্থানীয় প্রভাবশালীদের দিয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার শৈলেন কুমার বিশ্বাসকে দিয়ে স্বাক্ষর করে এই ঋণের টাকা তুলে আত্মসাৎ করেন।

আজির আলী ভুয়া গ্রাহকদের ঋণের সুপারিশকারী। এছাড়াও উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের আব্দুল মালেক মৃত্যুবরণ করেন প্রায় ৩ বছর আগে কিন্তু তার নামেও ৪৮ হাজার ও পুকুরিয়া গ্রামের হোসেন আলী মারা যান ২ বছর পরও ৪৭ হাজার টাকা তুলে আত্মসাৎ করা হয়। এসব বিষয় জানাজানি হলে গত ১৩ সেপ্টেম্বর মাঠ সহকারী আজির আলীকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে ঝিনাইদহ সদর হামদহ বাসস্ট্যান্ড শাখায় বদলি করা হয়। এছাড়াও ব্যাংকের ম্যানেজার শৈলেন কুমারকে ওএসডি করে চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক অফিসে বদলি করা হয়। এরপর থেকেই ব্যাংকটিতে ভুয়া গ্রাহক ও টাকা আত্মসাৎ’র ঘটনায় তদন্ত কমিটি কাজ করছেন।

ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, খুব গোপনে এসব অসঙ্গতির বিষয়ে অনুসন্ধানে নামে তদন্ত কমিটি। গত এক মাস যাবৎ প্রতিদিন দুইজন কর্মকর্তা ভুয়া ঋণের খোঁজে কাজ করছেন। মাঠ সহকারী আজির আলী ও ক্যাশ অফিসার আব্দুস সালাম বিষয়টি ধামাচাঁপা দিতে ক্ষমতাসীনদের ব্যবহারের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকার বেশি ভুয়া ঋণের খোঁজ পাওয়া গেছে। তদন্ত টিমের সদস্যরা প্রতিদিনই নতুন নতুন গ্রাহকের সন্ধান পাচ্ছেন। তাদের সাথে ফোনে কথা বলে ব্যাংক ঋণের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছেন।

উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মালেকের স্ত্রী রাবেয়া বেগম জানান, এক সপ্তাহ আগে কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংক থেকে ৩/৪ জন লোক আসছিল। তারা বলে আমার স্বামী নাকি ৬ মাস আগে ব্যাংক থেকে ৪৮ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু আমার স্বামী প্রায় ৩ বছর আগে মারা

গেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ব্যাংকটির এক কর্মকর্তা বলেন, ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালাম ও মাঠ সহকারী আজির আলী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার শৈলেন কুমার বিশ্বাসকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে এসব টাকা আত্মসাৎ করেন। এসব টাকা আত্মসাৎ করে তারা বিপুল অর্থের মালিক হয়ে গেছেন। প্রায় ২ কোটি টাকা তখনকার ম্যানেজার শৈলেন কুমার বিশ্বাস, ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালাম ও মাঠ সহকারী আজির আলী আত্মসাৎ করেছেন। ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে বাজে ব্যবহার করতেন তারা দু’জন।

অভিযুক্ত ব্যাংকটির তখনকার মাঠ সহকারী আজির আলী বলেন, ব্যাংকের সকল ঋণের বিষয়ে একজন ম্যানেজার সবকিছু জানেন। ম্যানেজারের বাইরে কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তার স্বাক্ষর ছাড়া কোন ঋণ পাশ হয় না। গত ১৩ সেপ্টেম্বর চিঠি হাতে পাই। ১৪ তারিখে ঝিনাইদহ হামদহ বাসস্ট্যান্ড শাখায় যোগদান করতে বলা হয়। এটা স্ট্যান্ড রিলিজ না। আমি জেনেছি অগ্রণী ব্যাংকে অডিট চলছে। এছাড়া আমি কোন টাকা আত্মসাৎ করিনি বলেও দাবি করেন।

ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালাম বলেন, কিছু অসঙ্গতি আছে। একটা ঋণের বিষয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার সবকিছু জানেন। তার স্বাক্ষর ছাড়া কেউ টাকা উত্তোলন করতে পারেন না।
ব্যাংকটির তখনকার ম্যানেজার শৈলেন কুমার বিশ্বাস বলেন, মাঠ সহকারী আজির আলী ও ক্রেডিট অফিসার আব্দুস সালাম এ ঘটনায় জড়িত। আমি পলিটিক্যাল ভিকটিম হয়েছি। ওরা দু’জন সব কিছু ম্যানেজ করেছে। আমি কিছু জানিনা, ওরা সবকিছু জানেন। আজির আলী সব ঋণের সুপারিশকারী। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিদের নামে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তেমন কিছু জানেন না। শুনেছি তদন্ত চলছে। এখনো তদন্তের রিপোর্ট হাতে পাইনি।

অগ্রণী ব্যাংকের ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডিজিএম (উপব্যবস্থাপক) দীন মোহাম্মদ বলেন, আমরাও এমন আভাস পেয়ে তদন্তে নেমেছি। তদন্ত চলছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত টাকার পরিমাণ বলা যাচ্ছে না। আপনারা যে ঘটনা শুনেছেন সেটা ঠিক।

সাকিবের শাস্তি শেষ হচ্ছে আজ

আগামীকালের সূর্যটা আক্ষরিক অর্থেই নতুন সূর্য হবে সাকিব আল হাসানের জন্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) দেওয়া নিষেধাজ্ঞার শৃঙ্খলমুক্ত হবেন তিনি কাল। আজ বুধবার আইসিসির বহিষ্কারাদেশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাল থেকেই সাকিবের মাঠে নামতে আর কোনো বাধা থাকবে না। ব্যাট-বল হাতে আবারও তাঁকে পাবে বাংলাদেশ।

সাকিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আন্তর্জাতিক দুটি ম্যাচ ও আইপিএলের একটি ম্যাচে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও তা জানাননি আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগকে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ দুটি ছিল জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে। সে বছর আইপিএলের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ম্যাচেও একই অপরাধ করেন সাকিব, ভাঙেন আইসিসির দুর্নীতি দমন আইনের ২.৪. ৪ ধারা।

তিনবারই তাঁকে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব দেন দীপক আগারওয়াল নামের ভারতীয় এক বাজিকর। তাঁর সঙ্গে সাকিবের তিনবার যোগাযোগ হওয়ার প্রমাণ পায় আইসিসি। গত বছরের ২৩ জানুয়ারি ও ২৭ আগস্ট দুই দফা তারা সাকিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সাকিব ভুল স্বীকার করলে ২৯ অক্টোবর আইসিসি তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেটীয় কর্মকাণ্ড থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বছরটি ছিল স্থগিত নিষেধাজ্ঞা। নিয়ম অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রথম বছরে আইসিসির আর কোনো আইন না ভাঙায় পরের এক বছরের শাস্তি থেকে সাকিব রেহাই পাবেন।

গত এক বছরে তিন সংস্করণের ক্রিকেট মিলিয়ে বাংলাদেশ দলের হয়ে ৩৬টি ম্যাচের বাইরে থাকার কথা ছিল সাকিবের। তবে মার্চের মাঝামাঝি করোনাভাইরাসের কারণে খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এর বেশির ভাগ ম্যাচই হয়নি। বাংলাদেশ দলকেও তাই খুব বেশি ম্যাচে সাকিবের অভাব অনুভব করতে হয়নি। সাকিব নিষিদ্ধ থাকার সময়ে বাংলাদেশ দল খেলেছেই মাত্র ৪টি টেস্ট,৩টি ওয়ানডে ও ৭টি টি-টোয়েন্টি।

এ বছর অক্টোবর-নভেম্বরের শ্রীলঙ্কা সিরিজটি করোনার কারণে স্থগিত না হলে এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়েই সাকিবের ক্রিকেটে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু কোয়ারেন্টিন জটিলতায় সিরিজটি স্থগিত হয়ে

যাওয়ায় এ বছর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা হবে না তাঁর। সাকিবকে অপেক্ষায় থাকতে হবে জানুয়ারিতে হতে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হোম সিরিজের জন্য।

তবে সাকিব মাঠে নেমে যেতে পারেন আগামী মাসের মাঝামাঝি শুরু হতে যাওয়া বিসিবির পাঁচ দলের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট দিয়েই। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও সেখান থেকেই খোঁজ রাখছেন এই টুর্নামেন্টের। টুর্নামেন্টে খেলতে এ মাসের শেষে না হলেও আগামী মাসের শুরুতে সাকিব দেশে ফিরবেন বলে জানা গেছে। নির্বাচকেরাও তাঁকে রেখেই গড়ছেন দল। কাল বিসিবির পরিচালক ইসমাইল হায়দার মল্লিক বলেছেন, ‘বিসিবি চায় সাকিব যত দ্রুত সম্ভব খেলায় ফিরুক। এই মুহূর্তে আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নেই। তবে পাঁচ দলের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে সাকিব খেলবে।’

নিষেধাজ্ঞার এক বছর সাকিব বেশির ভাগ সময়ই পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন। গত মার্চে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে সেখানে চলে যান তিনি, ফেরেন গত ২ সেপ্টেম্বর। এই ফেরার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীলঙ্কা সিরিজকে সামনে রেখে মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নেওয়া। পুরোনো কোচ নাজমুল আবেদীনের তত্ত্বাবধানে বিকেএসপিতে অনুশীলনও শুরু করেছিলেন। কিন্তু সিরিজটি স্থগিত হয়ে গেলে এ মাসের শুরুতে সাকিব আবারও ফিরে যান যুক্তরাষ্ট্রে। এবার অবশ্য সেখানে গিয়েও চালিয়ে গেছেন অনুশীলন। জাতীয় দলের ফিজিওর সূচি মেনে ফিটনেস অনুশীলনের পাশাপাশি কোচদের দেখিয়ে দেওয়া ব্যাটিং-বোলিংয়ের কিছু ড্রিলও করেছেন।

গত এক বছর খেলা থেকে দূরে থাকলেও করোনাকালে সাকিব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মানবতার সেবায়। নিলামে তুলেছেন নিজের বিশ্বকাপের ব্যাট। সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন গঠন করে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাবার বিতরণ ছাড়াও চিকিৎসকদের জন্য দিয়েছেন উন্নত মানের পিপিই-মাস্ক, সেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে দিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স।

ফের বাড়ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি, বৃহস্পতিবার ঘোষণা

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকেই বন্ধ রয়েছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এমন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি আরো বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তবে ছুটি কতদিন বাড়ানো হবে, সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেবে। বৈঠকটি বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেবেন।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল খায়ের গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, ‘বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এখন স্কুল-কলেজ খোলা সম্ভব হবে না। তাই চলমান ছুটি আরো বৃদ্ধি করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি রয়েছে। এর আগেই ছুটি বৃদ্ধির বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হবে। যেহেতু ৩০ ও ৩১ অক্টোবর সরকারি ছুটি। তাই বৃহস্পতিবারেই এই বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হবে।’

তবে ছুটি কতদিন বৃদ্ধি করা হবে, সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান তিনি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক সৈয়দ গোলাম ফারুক জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়তে পারে। তবে ছুটি কত দিন বাড়বে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত এ বিষয়ে জানানো হবে।

ফিফা প্রেসিডেন্ট করোনায় আক্রান্ত

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মঙ্গলবার এ খবর দিয়েছে। খবর স্কাই স্পোর্টসের।

ফিফা প্রেসিডেন্টের করোনার মৃদু উপসর্গ রয়েছে। ৫০ বছর বয়স্ক ইনফান্তিনো আগামী ১০ দিন আইসোলেশনে থাকবেন। গত কয়েক দিনে তার সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তাদেরও আইসোলেশনে থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফিফা ইনফান্তিনোর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে।

ইনফান্তিনো শেষবার জনসম্মুখে আসেন গত ১৬ অক্টোবর। সেদিন ফিফার একটি সামিটের শেষ দিন দেখা যায় তাকে। ভিডিওর মাধ্যমে সবাই যোগ দেন ওই সামিটে।

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস বিশ্বময় বিস্তার ঘটিয়েছে। ফুটবলেও থাবা বসিয়েছে এটি। কয়েক দিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

কোয়ারেন্টিনে থাকা পর্তুগিজ তারকা পর্তুগালের হয়ে খেলতে গিয়ে কোভিড-১৯ পজিটিভ হন। ফুটবলে সবশেষ বড় নাম হিসেবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রোনালদিনহো। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি এখন কোয়ারেন্টিনে।

যে কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো ‘ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন’ বানান ইরফান

ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর (বরখাস্ত) মোহাম্মদ ইরফান সেলিম ও তার দেহরক্ষী মো.

জাহিদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে দুইটি করে পৃথক চারটি মামলা দায়ের করেছে র্যাব।

মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে এ চারটি মামলা দায়ের করে।

এদিকে পুরান ঢাকার এলাকায় চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য ও দখলদারিত্বের নিয়ন্ত্রণে ইরফান সেলিম ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সেন্টার গড়ে তোলেন। পুরান ঢাকার চাঁন সরদার দাদা বাড়ি থেকে সামান্য দূরে চকবাজারের চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের ছাদে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছিলেন ইরফান।

কন্ট্রোল রুমে ছিল অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি) ডিভাইস। মদীনা আশিক টাওয়ারে এবং বাসার চার তলার নিজস্ব কক্ষে স্থাপন করেছিলেন ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন। ইরফান ও তার সহযোগিরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে চার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় যোগাযোগ করতেন। চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য, দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সব ধরনের আলোচনার জন্য তার এবং বাহিনীর সদস্যদের জন্য ৩৮টি ওয়াকিটকি ব্যবহার করা হতো।

র্যাবের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই-তিন বছর আগেই পুরান ঢাকায় নিজস্ব বাহিনীর মধ্যে যোগযোগ চালাতে এই ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা তার বাসায় স্থাপন করেন ইরফান সেলিম। গত কাউন্সিলর নির্বাচনের আগে মদীনা আশিক টাওয়ারের ১৭ তলায় ইরফানের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে ভিএইচএফ ডিভাইস ও একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টেনা স্থাপন করেন। এসব ডিভাইস বিদেশ থেকে অবৈধ পন্থায় দেশে নিয়ে আসেন ইরফান। ভিএইচএফ ডিভাইসের মাধ্যমে কালো রঙের ওয়াকিটকি সেট ব্যবহার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কোনো অনুমোদন ও লাইসেন্স ছিল না। নিজের আধিপত্য ও চাঁদাবাজি চালাতে অবৈধভাবে ওয়াকিটকি ব্যবহার করছিলেন ইরফান ও তার ক্যাডাররা।

র্যাব সূত্র জানায়, ইরফানের নিজস্ব ওয়্যালেস ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কে যোগাযোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শনাক্ত করতে পারতো না। এই অবৈধ সুযোগটি নিয়ে ইরফান অপকর্মের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং চাঁদাবাজি করতেন। এর জন্য ইফরান একটি ক্যাডার বাহিনী তৈরি করেন। প্রত্যেকের কাছে ছিল অবৈধ অস্ত্র। এর মাধ্যমে পুরান ঢাকার

জনমানুষের মধ্যে ভীতি প্রতিষ্ঠা করে রাখতেন। এর জন্য চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের টপ ফ্লোরে ইরফানের একটি টর্চার সেল রয়েছে। যারা তার মতের বিরুদ্ধে যেতেন, তাদের ওই টর্চার সেলে এনে নির্যাতন চালাতেন এবং ভয়ভীতি দেখাতেন।

ইরফানের দেহরক্ষী ছিলেন ১২ জন। এদের মধ্যে জাহিদুল ইসলাম ছিলেন চকবাজারের একজন ত্রাস। দেহরক্ষীদের সবার সঙ্গে অবৈধ অস্ত্র থাকতো বলেও তথ্য রয়েছে। আধিপত্যের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও হাজী সেলিমের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বেতনভুক্ত আরো ৩৫ জন ক্যাডার রয়েছে বলেও জানায় র্যাবের কর্মকর্তারারা।

র্যাবের একাধিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, ইরফান প্রতি রাতেই মদ্যপান করে তার দুইটি বিদেশি কুকুর ও দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে চকবাজার এলাকায় চক্কর দিতেন। পুরান ঢাকায় তাদের চলাচলে একটা আতঙ্ক বিরাজ করলেও ভয়ে কেউ কিছুই বলতেন না। পুরান ঢাকায় বিভিন্ন জমি দখলের বিষয় কিছু তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে র্যাব। হাজী সেলিম ও তার ছেলোরা পুরান ঢাকার কোনো জমি দখলের ক্ষেত্রে নিজেদের বেতনভুক্ত ক্যাডারের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের ব্যবহার করতেন। তাদের দখলদারিত্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ও সহায়তার জন্য চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) উপহারও দিয়েছেন তারা।

র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইয়ংয়ের পরিচালক লেফট্যানেন্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ বলেন, ‘নিজ বাসা ও তার ব্যক্তিগত কার্যালয়ের উপরে ভিএইচএফ ওয়াকিটকি বেজ স্টেশনটি মূলত এলাকায় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজের খরচে অবৈধভাবে এটি স্থাপন করেছিলেন ইরফান সেলিম।’

তিনি বলেন, ইরফানের বাসা থেকে জব্দ হওয়া দুইটি বিদেশি পিস্তল ও মাদকদ্রব্যের বিষয়ে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে অস্ত্র ও মাদক আইনে দুইটি এবং দেহরক্ষী জাহিদের বিরুদ্ধে একই আইনে দুইটি করে মোট চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে নৌবাহিনীর কর্মকর্তাকে মারধর ও হত্যার হুমকির ঘটনায় ইরফান সেলিমসহ তার দেহরক্ষী জাহিদুল ইসলাম, গাড়িচালক মিজানুর রহমান, মদীনা গ্রুপের প্রটোকল কর্মকর্তা এবি সিদ্দিক দিপু ও অজ্ঞাতনামা তিন জনসহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী

লেফট্যানেন্ট। ওই রাতেই হাজী সেলিমের গাড়িচালক মিজানুরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন ২৬ অক্টোবর দুপুরে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুরান ঢাকার চকবাজারে চান সরদার দাদা বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ইরফানকে গ্রেফতার করে র্যাব।

অভিযানে অবৈধ দুইটি অস্ত্র, মদ, বিয়ার, ৩৮টি ওয়াকিটকি ও ভিএইএফ ডিভাইসযুক্ত ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন জব্দ করা হয়। এরপর মদ্যপান ও বেআইনিভাবে ওয়াকিটকি রাখার দায়ে ইরফানকে ১৮ মাসের সাজা দেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। তার দেহরক্ষী জাহিদুলকে বেআইনি ওয়াকিটকি ব্যবহারের জন্য ছয় মাসের করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২৯ দিনে ১৫ ধর্ষণ সাভার-আশুলিয়া-ধামরাইয়ে!

ঢাকা জেলার সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৯ দিনে শিশু ও গণধর্ষণসহ ১৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ধর্ষণে গ্রেফতারও হয়েছে অনেকেই, তবে দিন দিন বেড়েই চলছে এ ধরনের অপরাধ।

এলাকাবাসী বলছেন, সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত গণধর্ষণ, ধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটেছে প্রায় ১৫টি। এসব ঘটনার দুই একটি কিছুদিন আগে ঘটলেও সময়ের মধ্যে প্রকাশ হয় এবং মামলা দায়েরসহ আসামিকেও গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে সাভারে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জন এবং পলাতক রয়েছে ১ জন।

আশুলিয়ায় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, যার ভুক্তভোগী ২ কিশোরীসহ এক গৃহবধূ, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের চেষ্টাসহ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। এসব ঘটনায় আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ১৩ জন এবং পলাতক রয়েছে ১২ জন। আর ধামরাইয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১টি যার আসামিকে গ্রেফতার করা হয় গত ২১ অক্টোবর।

অন্যদিকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে সাভারের বাড্ডা ভাটপাড়া এলাকায়

একটি বাড়িতে এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে হাসান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয়রা বলছে, শিল্পাঞ্চল সাভার ও ধামরাইয়ে কর্মের আওতা বাড়ায় যেমন লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, তেমনি পরিণত হয়েছে অপরাধীদের অভয়ারণ্য হিসেবেও। এখানে সহজেই বিচরণ করছে ধর্ষকের মত অপরাধীরা। তাই এসব শিল্পাঞ্চলে বাড়ছে ধর্ষণের মত জঘন্য ঘটনা। কর্মমুখী মানুষের ভিড়ে সহসাই মিশে কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এই অপরাধীরা।

এবিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি তদন্ত সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, কোন অপরাধীকে ছাড় নয়, সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ছাত্রী উত্যক্তের অপরাধে দুই বখাটের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অপরাধে উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটেকে জেল জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

উজ্জল আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে ও মামুন একই গ্রামের বরকত আলীর ছেলে।

আদালত সূত্র জানায়, উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটে মিলে পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্রীকে বেশ কিছুদিন ধরে উত্যক্ত করে আসছিল। উত্যক্তের মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় ওই ছাত্রীর পরিবার প্রশাসনকে জানায়।

মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর ভ্রাম্যমাণ আদালত পাইকপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বখাটে উজ্জল ও মামুনকে আটক করে আদালতে নিয়ে আসেন। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের আইসি গিয়াস উদ্দিন।

ঝিনাইদহে পৃথক স্থান থেকে দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ১নং সুন্দরপুর দুর্গাপুর ইউনিয়নের কাদিরকোল গ্রামের একটি পুকুর থেকে রূপকুমার (৫০) ও সদর উপজেলার চণ্ডিপুর গ্রাম থেকে আমির হোসেন (৫০) নামে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে লাশ দুইটি উদ্ধার করা হয়। রূপকুমার দত্ত পাশ্ববর্তী কোটচাঁদপুর উপজেলার ফাজিলপুর বাজারপাড়া এলাকার কেষ্ট দত্তের ছেলে। অন্যদিকে আমির হোসেন চণ্ডিপুর গ্রামের মশকত আলীর ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মাহাবুবুল আলম জানান গত রোববার রাত থেকে রূপকুমার দত্ত নিখোঁজ ছিল। মঙ্গলবার সকালে কাদিরকোল গ্রামের ইজ্জত আলী বিশ্বাসের পুকুরে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ময়না তদন্ত শেষে রুপকুমারের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে ওসি জানান।

এদিকে ঝিনাইদহ সদরের বেতাই পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সিরাজুল আলম জানান, মঙ্গলবার সকালে চণ্ডিপুরের জালাল মুন্সির ঝাল ক্ষেত থেকে আমির হোসেনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

তিনি পারিবারিক ঝামেলার কারণে আত্মহত্যা করতে পারেন বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

তবে গ্রামবাসির একটি সূত্র জানায় দুই দিন আগে আমিরের ছেলে ও এলাকার কিছু মানুষ তাকে লাঞ্চিত করে।

এ বিষয়ে তিনি ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আবুল বাশারের কাছে মৌখিক অভিযোগ করেন।

পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করাকালে আমিরের মৃত্যু রহস্যজনক বলে গ্রামবাসি মনে করছেন।